২ চিকিৎসকের কাছে ২০ লক্ষ টাকা চেয়ে হুমকি-চিঠি, তদন্ত

আজকালের প্রতিবেদন

শহরের দুইজন চিকিৎসকের কাছে জঙ্গি সংগঠনের ‘স্পেশ্যাল ইউনিট’ পরিচয় দিয়ে হুমকি চিঠি পাঠানোর ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা করে মোট ২০ লক্ষ টাকা তোলা দাবি করা হয়েছে এই চিঠিতে। ইতিমধ্যেই আনন্দপুর ও পূর্ব যাদবপুর থানায় ওই দুই চিকিৎসক পৃথক ভাবে এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেছেন। থানার পাশাপাশি, লালবাজারের গোয়েন্দারাও ঘটনার তদন্তে নেমেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, টাইপ করা ওই চিঠিতে নিজেদের ‘কিলিং মেশিন’ হিসেবে পরিচয় দিয়ে প্রেরক দাবি করেছে, তারা গেরিলা যুদ্ধে অত্যন্ত দক্ষ এবং অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত। চিঠিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে সায়েন্স সিটির কাছে একটি নির্জন জায়গায় কালো রঙের স্কুল ব্যাগে করে ওই টাকা রেখে আসতে হবে। শুধু তাই নয়, চিঠিটি পড়ার পর তা নষ্ট করে দিয়ে কেবল খামটি ব্যাগের ওপর সেঁটে রাখার অদ্ভুত নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

চিঠিতে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে আরও জানানো হয়েছে, যদি নির্দিষ্ট জায়গায় টাকা না পৌঁছায় কিংবা টাকার নোটে কোনও রাসায়নিক মিশিয়ে তাদের ধরার চেষ্টা করা হয়, তবে চিকিৎসক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের একে একে খুন করা হবে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, চিঠির খামের ওপর প্রেরকের জায়গায় খোদ চিকিৎসকদের নামই ব্যবহার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের অনুমান, এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা ব্যক্তিরা চিকিৎসকদের অতি পরিচিত কেউ হতে পারে এবং পুলিশকে বিভ্রান্ত করতেই প্রেরকের ভুয়ো নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এই ঘটনার পেছনে আসলেও কোনও জঙ্গি সংগঠনের যোগ রয়েছে নাকি এটি কোনও পরিচিত মহলের চক্রান্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বালিগঞ্জ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচনী সভা। রয়েছেন চন্দ্র বসু, ওয়ার্ড সভাপতি অশোক দাস–সহ দলীয় নেতা–কর্মীরা। কলকাতার ৮৫ নম্বর ওয়ার্ডে, শুক্রবার।

অসুস্থ দেব

আজকালের প্রতিবেদন

গরমে একটানা ভোট–প্রচারে হঠাৎ অসুস্থ অভিনেতা, সাংসদ দেব। শুক্রবার সকালে বেহালা ফ্লাইং ক্লাব থেকে হেলিকপ্টারে চড়ে প্রচারস্থলে যাওয়ার কথা ছিল দেবের। সেখানে পৌঁছোনোর পরই তিনি আচমকা অসুস্থ বোধ করেন। তড়িঘড়ি তাঁর রক্তচাপ পরীক্ষা করা হলে দেখা যায়, তা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা কম রয়েছে। এমনকী মাথা ঘোরার সমস্যাও হচ্ছিল তাঁর। তবে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। এবং নির্ধারিত সূচি মেনেই প্রচারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। রাজ্যে ভোট ঘোষণার পর থেকেই আদা–জল খেয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ভোট–প্রচারের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছেন দেব। সেজন্যই তারকা সাংসদের রুটিন–বিভ্রাট ঘটছে নিত্যদিন। স্বাভাবিক ভাবেই শেষ দফার ভোট–প্রচারের প্রাক্কালে নাওয়া–খাওয়া, এমনকী বিশ্রামের সময়েরও ঠিক থাকছে না অভিনেতার। জানা গেছে, তীব্র দাবদাহে এই অনিয়মের জেরেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন দেব। তবে অসুস্থতার মাঝেও কর্মসূচি বাতিল করেননি। এদিন প্রথমে রানাঘাট, তারপর মথুরাপুর হয়ে ঘটকপুকুরের একটি এলাকায় প্রচারে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। প্রাথমিক চিকিৎসায় কিছুক্ষণের মধ্যেই সুস্থ বোধ করেন দেব। তারপরই আকাশপথে ভোট–প্রচারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। যার জেরে প্রচারস্থলে খানিক দেরিতেই পৌঁছেছেন সুপারস্টার সাংসদ। তবে আর–পাঁচদিনের মতোই এদিনও ‘সৌজন্যের পোস্টারবয়’কে ঘিরে আমজনতার বিপুল উন্মাদনা ছিল দেখার মতো।

প্রয়াত অভিনেতা বিপ্লব দাশগুপ্ত

আজকালের প্রতিবেদন

অভিনেতা ও বাচিকশিল্পী বিপ্লব দাশগুপ্ত প্রয়াত। বছরখানেক ধরে অসুস্থ ছিলেন। শুক্রবার হঠাৎই শরীরে অস্বস্তি শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল হাসপাতালে। সেখানে যাওয়ার পথেই সকাল ৬টা ১৫ নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেতা। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। রেখে গেলেন স্ত্রী ও কন্যাকে।

বিপ্লব দাশগুপ্ত

অভিনেতা বিপ্লব দাশগুপ্তর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল স্কুল শিক্ষকতা দিয়ে। পরে ভয়েস ওভার আর্টিস্ট ও বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যুক্ত হন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর করার পর সাহিত্য, নাট্যজগৎ ও চলচ্চিত্র দুনিয়ায় পা রাখেন তিনি। প্রায় দু’দশকেরও বেশি সময় ধরে অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। টেলিভিশনের পাশাপাশি মঞ্চ ও বড়পর্দাতেও অভিনয় করে গিয়েছেন। ফেলুদা (২০১৭), বাইশে শ্রাবণ (২০১১), গুমনামি (২০১৯), দ্য হোলি কন্সপেরেসি (২০২২)–সহ বেশ কিছু ছবিতে তাঁর অভিনয় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কাজ করেছেন কুয়াশা যখন, রাগে অনুরাগে, সখী, নেতাজির মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিকেও। বাচিকশিল্পী হিসেবেও ছিলেন সমান জনপ্রিয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁর মরদেহ টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে আনা হলে সেখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়–সহ টেলি ও সিনে জগতের বিশিষ্টরা। এরপর কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কবি শ্রীজাতর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির প্রতিবাদে দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের সদস্যরা। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে, শুক্রবার। ছবি: আজকাল

গজরাজের হুঙ্কার, ইভিএম হাতে আতঙ্কে ভোটকর্মীরা

পার্থসারথি রায়
জলপাইগুড়ি, ২৪ এপ্রিল

ভোটগ্রহণ পর্ব মিটিয়ে ইভিএম নিয়ে ফেরার পথে ডুয়ার্সের জঙ্গলে হাতির মুখে পড়লেন একদল ভোটকর্মী। লাটাগুড়ি থেকে মালবাজার যাওয়ার পথে বিশালাকার এক দাঁতালের মুখোমুখি হয়ে রীতিমতো প্রাণ হাতে করে দীর্ঘক্ষণ কাটাতে হয় তাঁদের। ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় পোলিং অফিসার ও কর্মীদের মধ্যে। তবে শেষ পর্যন্ত বন দপ্তরের তৎপরতায় বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং ইভিএম–সহ সমস্ত ভোটকর্মী সুরক্ষিত ভাবে ডিসিআরসি পৌঁছেছেন।

জানা গেছে, মালবাজার মহকুমার মৌলানি এলাকার ২০/২৪০ নম্বর বুথে ভোটগ্রহণের দায়িত্ব সামলে মালবাজার পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের ডিসিআরসি সেন্টারের উদ্দেশে ফিরছিলেন ভোটকর্মীরা। তাঁদের গাড়িটি যখন লাটাগুড়ি জঙ্গলের মাঝপথে, ঠিক তখনই আচমকা রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে পড়ে একটি বিশালাকার দাঁতাল হাতি। মুহূর্তের মধ্যে থমকে যায় গাড়ির চাকা। বনের নিস্তব্ধতা চিরে গজরাজের উপস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসের ভেতরে থাকা শিক্ষক ও পোলিং অফিসাররা। একদিকে নিজেদের জীবনের নিরাপত্তা, অন্যদিকে গণতন্ত্রের আমানত ইভিএম–কে সুরক্ষিত রাখার গুরুদায়িত্ব, সব মিলিয়ে এক চরম উৎকণ্ঠার পরিবেশ তৈরি হয়।

বাসে থাকা ধূপগুড়ির বাসিন্দা শিক্ষক অশোকতরু বসু ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ‘মৌলানি থেকে আমরা যখন ফিরছিলাম, মাঝপথে দেখি রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে বিশালাকার হাতি। প্রায় আধ ঘণ্টা আমাদের গাড়ি সেখানে আটকে থাকে। একে তো জঙ্গলের পথ, তার ওপর রাত বাড়ছে, সেই অবস্থায় ওই দাঁতালের সামনে পড়ে আমাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল।’ তিনি আরও জানান, এই অবরোধের কারণে নির্দিষ্ট সময়ের থেকে প্রায় দুই ঘণ্টা দেরিতে তাঁরা গন্তব্যে পৌঁছোতে পেরেছেন। একই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন ২০/২৪৭ নম্বর বুথের ফার্স্ট পোলিং অফিসার প্রসেনজিৎ ব্যানার্জিও।

ডুয়ার্সের জঙ্গলের পথে গজরাজ। ছবি: প্রতিবেদক

গজরাজের এই অবরোধের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোন বন দপ্তরের কর্মীরা। তাঁরা দীর্ঘ চেষ্টার পর হাতিটিকে রাস্তার মাঝখান থেকে সরিয়ে জঙ্গলে ফেরত পাঠান। ঘটনার জেরে রাস্তার দু’পাশে আরও বহু যানবাহন দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়েছিল। ঘটনার খবর পেয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন নাগরাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সঞ্জয় কুজুর।

আমেরিকায় প্রতারণা, বাটা থেকে ধৃত ৩

আমেরিকার নাগরিকদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেওয়ার টোপ দিয়ে প্রতারণা করার অভিযোগ। তদন্তে নেমে মহেশতলা থানা এলাকার বাটা থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল লালবাজারের সাইবার থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম আক্রাম হোসেন, নুর আমন হোসেন ও মহম্মদ জিদানুদ্দিন। ধৃতদের ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হলে সরকারি কৌঁসুলি অরূপ চক্রবর্তী জামিনের বিরোধিতা করেন। বিচারক উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে ধৃত তিনজনকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় দফার ভোটের নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক

আজকালের প্রতিবেদন

দ্বিতীয় দফার ভোটের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে শুক্রবার একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল। ছিলেন পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর পদস্থ কর্তারা। বৃহস্পতিবার প্রথম দফার নির্বাচনে যে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে, সেরকম কোনও ঘটনা ২৯ এপ্রিল যেন না ঘটে, সে বিষয়ে বৈঠকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আবাসনের ভোটের বিষয়েও বিশেষ সতর্ক নির্বাচন কমিশন। তীব্র গরমের কথা বিবেচনা করে প্রতিটি বুথে থাকবে পর্যাপ্ত পানীয় জল, ওআরএস। থাকবে হুইল চেয়ার, এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স। অন্যদিকে, ২৩ এপ্রিল যে ক’টা বুথে ভোটগ্রহণ হয়েছে, এদিন সকাল থেকে সেখানে স্ক্রুটিনি হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের পাশাপাশি ছিলেন প্রার্থীদের প্রতিনিধিরা। প্রত্যেক বুথের প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি পরীক্ষা করা হয়েছে।

২৯ এপ্রিল নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি — এই সাত জেলার ১৪২টি কেন্দ্রে দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন হবে। বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে ভোটার ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না। একজন ভোটারের ইভিএমে ভোট দিতে সময় লাগে ১২ সেকেন্ড। ভিভিপ্যাট দেখতে সময় লাগে ৭ সেকেন্ড। প্রতিটি বুথে থাকবে সিসি ক্যামেরা। নির্বাচন প্রক্রিয়া নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের কন্ট্রোলরুম থেকে মনিটর করা হবে। দৃষ্টিহীন ভোটাররা বেল পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন।

হলদিয়ায় স্ট্রং রুমে হামলা, বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তৃণমূলের

নন্দীগ্রাম–সহ মহিষাদল এবং হলদিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম রয়েছে যে স্ট্রং রুমে, সেখানে হামলা চালিয়েছে বিজেপি-আশ্রিত অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার নির্বাচন কমিশনে এমনটাই অভিযোগ জানানো হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। অভিযোগপত্রে তারা জানিয়েছে, হলদিয়া বিধানসভা এলাকায় এই স্ট্রং রুম রয়েছে। সেখানে এই হামলা চালানো হয়। এটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর সরাসরি আক্রমণ। বিজেপি জনরায়কে অবজ্ঞা করতে চাইছে। তাই তারা ইভিএমের ফরেনসিক অডিটের দাবি জানিয়েছে। একইসঙ্গে সিসিটিভির ফুটেজেরও পরীক্ষার দাবি জানিয়েছে। এছাড়া নিরপেক্ষ তদন্ত সংস্থাকে দিয়ে তদন্তের দাবি করেছে। পাশাপাশি বিজেপিকে শোকজ করারও দাবি তুলেছে।

ক্যুরিয়ার সার্ভিসের নামে প্রতারণা, ভুয়ো কল সেন্টারে হানা, গ্রেপ্তার ৬

আজকালের প্রতিবেদন

ক্যুরিয়ার সার্ভিসের কর্মী বলে পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষের সর্বস্ব লুটে নেওয়ার এক বড়সড় ছক বানচাল করল কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা। সার্ভে পার্ক থানার সম্মিলনী পার্ক এলাকায় হানা দিয়ে একটি ভুয়ো কল সেন্টারের হদিশ পান গোয়েন্দারা। এই ঘটনায় ছ’জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছু মোবাইল নম্বরের গতিবিধি নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় লালবাজারের সাইবার শাখার আধিকারিকরা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ শুরু করেন। দীর্ঘ নজরদারির পর জানা যায়, ওই এলাকায় একটি ভাড়াবাড়ি থেকে প্রতারণা চক্র চালানো হচ্ছে। এরপরই বৃহস্পতিবার অতর্কিতে অভিযান চালায় পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ১৫টি দামি স্মার্টফোন, একটি কিপ্যাড ফোন, আটটি ডেবিট কার্ড এবং তিনটি ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্তরা মূলত সাধারণ মানুষকে ফোন করে নিজেদের নামী ক্যুরিয়ার সংস্থার আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দিত। এরপর ডেলিভারি ঠিকানায় ত্রুটি আছে বলে দাবি করে গ্রাহকের হোয়াটসঅ্যাপে একটি লিঙ্ক পাঠানো হত। গ্রাহক সেখানে ক্লিক করলেই তাঁর স্মার্টফোনটি হ্যাকারদের নিয়ন্ত্রণে চলে যেত। এভাবে গ্রাহকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে টাকা হাতিয়ে নিত জালিয়াতরা। সেই টাকা বিভিন্ন ভুয়ো অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দ্রুত এটিএমের মাধ্যমে তুলে নেওয়া হত। এই চক্রে আরও বড় কোনও নেটওয়ার্ক যুক্ত কি না, দেখতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

ফর্ম নং ইউ আর সি–২
উক্ত অ্যাক্টের চ্যাপ্টার XXI–এর পার্ট I–এর অধীন নিবন্ধনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিমূলক বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩–এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস ২০১৪–এর রুল ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩–এর ধারা ৩৬৬–এর উপ–ধারা (২) অনুসারে, এই নোটিসের ১৫ দিন পর কিন্তু ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কলকাতার রেজিস্ট্রার–এর কাছে একটি আবেদন জমা করার প্রস্তাব করা হচ্ছে যাতে একটি পার্টনারশিপ ফার্ম **ওয়েস্ট হাইড লেদার প্রোডাক্টস**–কে কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩–এর চ্যাপ্টার XXI–এর পার্ট I–এর অধীন শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত করা যেতে পারে।
২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ: ব্যাগ, ওয়ালেট এবং বেল্ট সহ (তবে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়) চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদন, নকশা নির্মাণ, ট্যানিং এবং বাণিজ্য (পাইকারি এবং খুচরো) করা এবং আমদানি ও রফতানি সহ এদের উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য কারখানা পরিচালনা করা।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির ড্রাফট মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন–এর একটি প্রতিলিপি ৫২, ওয়েস্টন স্ট্রিট, ফ্লোর নং ৬, বউবাজার, কলকাতা–৭০০০১২ ঠিকানায় অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনে আপত্তিকারী যে কোনও ব্যক্তি এই নোটিস প্রকাশের তারিখ থেকে **২১ দিনের মধ্যে** সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার **(সি আর সি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আই আই সি এ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আই এম টি মানেসর, জেলা– গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন–১২২০৫০** ঠিকানায় রেজিস্ট্রার–এর কাছে লিখিতভাবে তাঁদের আপত্তি জানাতে পারেন এবং এর একটি প্রতিলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে হবে।

তারিখ: ২৪ এপ্রিল, ২০২৬।

আবেদনকারী(দের) নাম:
১. খুশবু অতুল দত্তানি
২. ইকবাল সিদ্দিকি

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Kolkata North Division, P.W.D. invites Tender for Urgent Repair of C3 building and execution of some additional work at C1 & C2 building including extension of the temporary Kitchen cum Dinning Shed at Nowdapara PHE (Eastern Block) for accommodating 2 coy of CISF Personnel under Kolkata North Division, PWD during the year 2025-2026.
Estimated Amount: **14,13,581.00**
Short Notice Inviting Tender No.: **01_OF_2026-2027/EE/KND/PWD**
Last date and time for receipt application for technical eligibelity: **27.04.2026** at **11.00 AM**. Last date & time limit for receipt of tender in Sealed cover : **27.04.2026** at **1.00 PM**. The details of NIQ and Tender document may be downloaded from **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
Kolkata North Division, PWD

EXIDE
এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L31402WB1947PLC014919
নিবন্ধিত কার্যালয়: ‘এক্সাইড হাউস’, ৫৯ই চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা– ৭০০ ০২০ ফোন: (০৩৩) ২৩০২৩৪০০/২২৮৩ ২১১৮;
ই-মেল: exideindustrieslimited@exide.co.in
ওয়েবসাইট: www.exideindustries.com

বিজ্ঞপ্তি
(১০০ দিনের প্রচারাভিযান- "সক্ষম নিবেশক") – দ্বিতীয় পর্যায়

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের ("এমসিএ") ১৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি (ই-ফাইল নং ৩০/০৬/২০২৫-আইইপিএফএ), এবং ২৭ মার্চ, ২০২৬ তারিখের পরবর্তী যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে, এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("কোম্পানি") সক্ষম নিবেশক প্রচারাভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়টি ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ৯ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত পরবর্তী ১০০ দিনের একটি বর্ধিত সময়ের জন্য পুনরায় চালু করেছে। এই প্রচারাভিযানের প্রথম পর্যায়টি ২৮ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল।

এই উদ্যোগটি কেওয়াইসি বিবরণের আপডেশন করা এবং শেয়ারহোল্ডার সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক পরিষেবা প্রদানের বিষয়টি সহজতর করে তোলে, যার মূল লক্ষ্য হল বিনিয়োগকারীদের সম্পৃক্ততা জোরদার করা এবং অপরিশোধিত বা দাবিহীন লভ্যাংশ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড ("আইইপিএফ")-এ হস্তান্তরের হার কমিয়ে আনা। এ প্রসঙ্গে, কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের রেকর্ড— যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কেওয়াইসি বিবরণ, ব্যাঙ্ক ম্যান্ডেট, নমিনেশন এবং যোগাযোগের তথ্য— আপডেশন করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং সেই সঙ্গে শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার ও লভ্যাংশ যাতে আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত না হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী সম্পন্ন করার মাধ্যমে তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য দাবি করার সুযোগ করে দিতেও কোম্পানি সচেষ্ট।

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সুবিধাসমূহ
- কেওয়াইসি বিবরণ, প্যান, নমিনেশন, যোগাযোগের তথ্য (পোস্টাল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর), ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং স্বাক্ষরের নমুনা আপডেট করা।
- লভ্যাংশ যেন সরাসরি শেয়ারহোল্ডারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়, তা নিশ্চিত করা।
- লভ্যাংশ স্থানান্তরের পর আইইপিএফএ- থেকে তা পুনরায় দাবি করার প্রক্রিয়াটি এড়ানো।

প্রয়োজনীয় ফর্ম এবং নথিপত্র:
যে সকল শেয়ারহোল্ডার শেয়ারগুলি বাস্তবিক আকারে ধারণ করছেন
শেয়ারহোল্ডারদের নিম্নলিখিত ফর্ম এবং নথিপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে:
- ফর্ম আইএসআর-১: যথাযথভাবে পূরণকৃত ও স্বাক্ষরিত, এবং এর সাথে স্ব-প্রত্যয়িত কেওয়াইসি নথি।
- ফর্ম আইএসআর-২: যথাযথভাবে পূরণকৃত ও স্বাক্ষরিত, এর সাথে আপনার স্বাক্ষরের ওপর ব্যাঙ্কারের প্রত্যয়ন এবং একটি মূল বাতিলকৃত চেক (যেটিতে আপনার নাম মুদ্রিত আছে) অথবা স্ব-প্রত্যয়িত ব্যাঙ্ক পাসবুক/বিবরণী।
- ফর্ম এসএইচ-১৩: মনোনীত ব্যক্তির নাম যুক্ত করার জন্য।
- ফর্ম আইএসআর-৩: আপনি যদি নমিনেশন বা মনোনয়ন প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে চান।

আপনি কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.exideindustries.com থেকেও এই ফর্মগুলি ডাউনলোড করতে পারেন।

ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ
ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁদের ঠিকানা, কেওয়াইসি এবং/অথবা ব্যাঙ্ক ম্যান্ডেটে কোনও পরিবর্তন হলে তা শুধুমাত্র তাঁদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)-কেই অবহিত করবেন, কারণ এ বিষয়ে সরাসরি কোনও অনুরোধ এলে তার ভিত্তিতে কোম্পানির বা কোম্পানির রেজিস্ট্রারার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন না।

জমা দেওয়ার নির্দেশাবলী
অনুগ্রহ করে ফর্মগুলি পূরণ করুন এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ পূরণকৃত ফর্মগুলি আমাদের রেজিস্ট্রারার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় জমা দিন: সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি) লিমিটেড, রাসোই কোর্ট ষষ্ঠ তল, ২০, স্যার আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০১, টেলিফোন- +৯১ ৩৩ ৬৯০৬৬২০০, ই-মেল: rta@cbmsl.com

এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বাক্ষর/-
জিতেন্দ্র কুমার
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং
প্রেসিডেন্ট (আইনি ও কর্পোরেট বিষয়ক)
এসিএস নং. ১১১৫৯
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৪ এপ্রিল ২০২৬

পংজাব নৈশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
তারিখ ২৬.০৫.২০২৬

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, দুর্গাপুর
সিটি সেন্টার, রেড ক্রস রোড, দুর্গাপুর–৭১৩২১৬, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। ই–মেল: cs8222@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি (বায়না জমা) এবং নথিপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ২৬.০৫.২০২৬, দুপুর ২টো পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’** এবং **‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ [সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক / বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম, ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতার নাম] এবং দখলের প্রকৃতি	ক) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) ১৩(২) নোটিসের তারিখে বকেয়া	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (টাকার অঙ্কে)	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় সম্পর্কিত তথ্য
১	**শাখা অফিস: ধেমো মেন কোলিয়ারি (০৮৩২২০)** **অ্যাকাউন্টের নাম: বিভু পলি ইন্ডাস্ট্রি** **ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **১. মিঃ অভিষেক আচার্য,** পিতা– বিষ্ণুপদ আচার্য **২. মিঃ বিষ্ণুপদ আচার্য** **প্রোপ্রাইটর: শ্রী অভিষেক আচার্য** গ্রাম ও পোঃঅঃ– দিশেরগড়, পানিকিয়ারা, পশ্চিম বর্ধমান–৭১৩৩৩৩	অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া একতলা বাড়ি, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ সমেত সামান্য কমবেশি ১৯ ডেসিমেল কারখানার জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম– দিশেরগড়, পানকিয়ারা, মৌজা– দিশেরগড়, জে এল নং ৩৯, খতিয়ান নং ৫৩৬, প্লট নং ৬৭৪, কুলটি, পিন–৭১৩৩৩৩। এডিএসআর– আসানসোলে রেজিস্টার্ড ২০১০ সালের দলিল নং I–৩৭১৮ অনুসারে। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ২৯.১০.২০১৩ খ) ১১.০৬.২০১৪ (প্রতীকী দখল) গ) ₹২৭,২৯,৯৩৬.০০ (সাতাশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার নশো ছত্রিশ টাকা মাত্র)	ক) ₹২৪,২৩,০০০/– খ) ₹২,৪২,৩০০/– গ) ₹১০,০০০/–	২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
২	**শাখা অফিস: আসানসোল মুরগাসোল (০৩০৫১০)** **অ্যাকাউন্ট: গ্লোবাল ইন্ডিয়া** **ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **১. শ্রী নরেন্দ্র প্রতাপ,** পিতা– বাসুদেও নারায়ণ সিং ৪৫৪ (৪/১), বি ডি মহল্লা, ডিএভি স্কুল রোড, আসানসোল–৭১৩৩০১	‘গণপতি ভিলা’ নামক জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে কমার্শিয়াল শপ নং ১ ও ৫–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, থানা– আসানসোল, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, জে এল নং ২০, ওয়ার্ড নং ১১, হোল্ডিং নং ২১/বি, আর এস প্লট নং ৯৭৩, খতিয়ান নং ১৪৫৫৫ থেকে ১৪৫৫৮, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩৭৬ বর্গফুট, তৎসহ উক্ত বিল্ডিংয়ের নীচে থাকা জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার, ২০১৬ সালের দলিল নং ৯২১৫ অনুযায়ী স্বত্বাধিকারী নরেন্দ্র প্রতাপ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০১.১১.২০১৯ খ) ০৩.০১.২০২০ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৫৯,৩৬,৯০৯.৫২ (উনষাট লক্ষ ছত্রিশ হাজার নশো নয় টাকা এবং বাহান্ন পয়সা মাত্র)	ক) ₹২৪,০৪,০০০/– খ) ₹২,৪০,৪০০/– গ) ₹১০,০০০/–	২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	**শাখা অফিস: আসানসোল স্টেশন বাজার (১৬১১২০)** **অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স সানরাইজ জেমস** **ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **প্রোপ্রাইটর: মহঃ নাসিম শাহ,** পিতা– আবদুল গফফর শাহ, হাজি নগর, কে টি রোড, আসানসোল–৭১৩৩০২	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: সি এস প্লট নং ৪২১৪, সি এস খতিয়ান নং ৪৩৪৫, আর এস প্লট নং ১৪২৫৫, আর এস খতিয়ান নং ৭৩৬৫, জে এল নং ২০, মৌজা– আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, হাজি নগর, রেল পাড়া, পোঃঅঃ– আসানসোল, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, ২০১৮ সালের দলিল নং I–১০৪৭৬ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা মহঃ নাসিম শাহ–এর নামে। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ০৯.০৯.২০২১ খ) ১৮.০২.২০২২ (প্রতীকী দখল) গ) ₹২৬,২৩,০৫৬.৪৪** (ছাব্বিশ লক্ষ তেইশ হাজার ছাপান্ন টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র)	ক) ₹১৩,৩৯,০০০/– খ) ₹১,৩৩,৯০০/– গ) ₹১০,০০০/–	২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই

শর্ত ও নিয়মাবলি:
এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:
১. সম্পত্তিগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’** এবং **‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি **২৬.০৫.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন।
৫. বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী বিডারগণ অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: **মিঃ অশোক কুমার (চিফ ম্যানেজার), মোবাইল: ৯১০২৪০৫৭৯০।**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে ৩০/১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৪.০৪.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর
চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি